সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালার মূখ্য বিষয় ঃ

১. পর্যটনের কারণে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া যাতে বিঘ্নিত হতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

২. সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক হালনাগাদ ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং বি.আই.ডব্লিউ.টি.এ কর্তৃক নৌ চলাচলের অনুমতি ব্যতীত কোন পর্যটকবাহী জলযানকে সুন্দরবনে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

৩. সুন্দরবনে অবস্থান কালীন সময় জলযানে পর্যটকদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় মজুদ থাকতে হবে।

৪. সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য অক্ষুন্ন রেখে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত আকারে সুন্দরবন ভ্রমণ অনুমোদন করা যাবে।

৫. সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য দর্শনার্থীদেরকে সরকার নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করতে হবে। বন বিভাগের নির্ধারিত ষ্টেশনসমূহে উল্লিখিত ফি আদার করা হবে।

৬. সুন্দরবনের সীমান্তবর্তী এলাকার পর্যটন কেন্দ্র যেমন করমজল, মুন্সিগঞ্জ বা সমমানের এলাকা ব্যতীত সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গমন এবং রাত্রি যাপনের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৭. অভয়ারণ্যসমূহে বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ, স্বাভাবিক আচরণ, প্রজনন, বংশ বৃদ্ধি, নিরাপত্তা, অপ্রাপ্ত বন্যপ্রাণীর লালন-পালন ইত্যাদি প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৮. সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার পর্যটক ধারণ ক্ষমতার মধ্যে পর্যটক সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

৯. সুন্দরবন ভ্রমণের নূন্যতম ৩ দিন পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। তবে বিদেশী পর্যটকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে হবে।

১০. পর্যটনের মাধ্যমে সুন্দরবন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও জীবন মানের উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

১১. সুন্দরবন ভ্রমণকালে প্রচলিত বন আইন, বন্যপ্রাণী আইনসহ সংশ্লিষ্ট বিধি এবং বনকর্মীদের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। যেখানে সেখানে অবতরণ, বিচরণ ও অবস্থান করা যাবে না।

১২. বনাভ্যন্তরে অগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো হাতিয়ার, ফাঁদ, বিষ ইত্যাদি বহন করা যাবে না এবং মাছ বা বন্যপ্রাণী শিকার/ধরার সহায়ক কোন সরঞ্জাম বহন করা যাবে না।

১৩. সুন্দরবন ভ্রমণকালে কোন মাইক/মাইক্রোফোন জাতীয় শব্দযন্ত্র বহন করা যাবে না। বনের নির্জনতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে হবে।

১৪. পর্যটকবাহী লঞ্চ চলাচলের জন্য নির্ধারিত রুট (Route) অনুসরণ করতে হবে।

১৫. সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য পর্যটক, ট্যুর অপারেটর এবং বন বিভাগকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

১৬. সর্বোচ্চ ৫০ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত দোতলা লঞ্চ/জলযান পর্যটকসহ সুন্দরবন ভ্রমণ করতে পারবে। লঞ্চের ব্রীজটি তৃতীয় তলায় থাকার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে তৃতীয় তলায় কোন কেবিন থাকবে না।

১৭. লঞ্চ/জলযানে দিনে সর্বোচ্চ ১৫০ জন পর্যটক বহন করা যাবে এবং রাত্রিকালীন অবস্থানের ক্ষেত্রে লঞ্চ/জলযানে সর্বোচ্চ ৭৫ জন পর্যটক বহন করা যাবে।

১৮. পর্যটকবাহী/লঞ্চ/জলযান সর্বোচ্চ চার রাত পাঁচ দিন পর্যন্ত সুন্দরবনে অবস্থান করতে পারবে। গবেষণার জন্য বন বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে নূন্যতম প্রয়োজন অনুযায়ী সুন্দরবনে অবস্থান করা যাবে।